গুনাহের ধ্বংসাক্তা
ও
রমযানে গুনাহ করার শাস্তি

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

গুনাহের ধ্বংসাত্মকতা

ও

রমযানে গুনাহকারীর কবরের ভয়ানক দৃশ্য

সপ্তাহিক ইজতিমার বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ؕ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অনুবাদ: আমি সুন্নাত ই'তিকাফের নিয়্যত করছি)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসতেই নফল ই'তিকাফের নিয়্যত করে নিবেন,যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদে থাকবেন নফল ই'তিকাফের সাওয়াব পেতে থাকবেন এবং প্রসঙ্গক্রমে মসজিদে খানা পিনা ও শয়ন করা জায়িজ হয়ে যাবে।

দরুদ শরীফের ফযীলত

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন দরুদ শরীফ পাঠ করবে,আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশ করবো। (জামউল জাওয়ামি' লিস সুয়ূতী,খন্ড-৭,পৃ:১৯৯,হাদীস নং-২২৩৫২,যিয়ায়ে দুরূদ ও সালাম,পৃ:১১)

রুসুল মালাক পে দরুদ হো ওয়াহী জানে উনকে শুমার কো
মগর এক এয়সা দেখা তো দো জু শফীয়ে রোযে শুমার হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের জন্য বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: **"نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ"** মুসলমানের নিয়্যত তার আমলের চেয়ে উত্তম।

(আল মু'জামুল কবীর লিত তাবরানী,খন্ড-৬,পৃ:১৮৫,হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) নিয়্যত ব্যতিত কোন ভাল কাজের সাওয়াব পাওয়া যায়না।

(২) ভাল ভাল নিয়্যত যত বেশী হবে,সাওয়াবও ততবেশী হবে।

বয়ান শ্রবন করার নিয়্যত সমূহ:

দৃষ্টি নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো, হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মাণার্থে যতটুকু সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। প্রয়োজনে জড়োসড়ো হয়ে বসে অপরের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব, ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য্য ধারণ করবো,তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা,বকা দেয়া ও ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকব, صَلُّوْ عَلَى الْحَبِيْب, تُوْبُوْا اِلَى الله , اُذْكُرُ الله , ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন ও এসব উক্তিকারীর মনোরঞ্জনের জন্য উচ্চ স্বরে উত্তর দিব, বয়ান শেষে নিজে অগ্রসর হয়ে সালাম মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْ عَلَى الْحَبِيْب ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى على مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ:

আমিও নিয়্যত করছি যে,আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন ও সাওয়াব বৃদ্ধির জন্য বয়ান করব,,দেখে বয়ান করবো,১৪পারার,সূরা নহল এর ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (অনুবাদ: আপন প্রভূর রাস্তায় আহ্বান করো পরিপূর্ণ কৌশল ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে) এবং বুখারী শরীফের ৪৩৬১ নং হাদীসে বর্ণিত নবী করীমصَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖوَسَلَّم এর ফরমান: **بَلِّغُوْاعَنِّيْ وَلَوْ اٰيَة** অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদিও একটি আয়াতও হয়" এর উপর আমল করবো,সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবো,শে'র পড়া সহ আরবী,ইংরেজী ও কঠিন শব্দ সমূহ বলার সময় অন্তরের ইখলাসের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ নিজের জ্ঞানের গভীরতা দেখানোর উদ্দেশ্য থাকলে এগুলো বলা থেকে বিরত থাকবো মাদানী ক্বাফিলা,মাদানী ইনআমাত সহ নেকীর দাওয়াতের জন্য আলাক্বায়ী দাওরা ইত্যাদির প্রতি উৎসাহ

www.dawateislami.net

প্রদান করবো,,অট্টহাসি হাসা ও হাসানো থেকে বিরত থাকবো,দৃষ্টিনত রাখার মনমানসিকতা সৃষ্টির জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টি নত রাখবো।

তিনজন হতভাগা

হযরত সায়্যিদুনা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত: **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি রমযান মাস পেয়েছে আর সেটার রোযা রাখেনি, সেই ব্যক্তি হতভাগা। যে ব্যক্তি আপন মাতাপিতাকে কিংবা উভয়ের একজনকে পেয়েছে কিন্তু তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করেনি, সেও হতভাগা, আর যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করেনি, সেও হতভাগা।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৩য় খন্ড, ৩৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৭৭৩)

উনহে কিছকে দরূদ কি পরওয়া, বেজে জব উনকা কিরদিগার দরূদ,
হে কারাম হি কারাম কেহ্ সুনতেহে, আপ খুশ হোকর বারবার দরূদ।

(যওকে নাত, ৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জান্নাতরূপী বাণী

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم শা'বান মাসের শেষ দিনে ইরশাদ করেছেন: "হে লোকেরা! তোমাদের নিকট মহান ও বরকতময় মাস এসেছে। মাসটি এমন যে, তাতে একটি রাত (এমনি) রয়েছে, যা হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। এ (বরকতময়) মাসের রোযা **আল্লাহ্ তাআলা** ফরয করেছেন। আর সেটার রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত-বান্দেগী করা 'তাতাওভু'[১]

[১] এখানে রাতে জাগ্রত রয়ে ইবাদত করা মানে তারাবীর নামায পড়া।

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ সুন্নাত) যে ব্যক্তি এতে নেক কাজ (নফল ইবাদত) করলো, তা হলো ফরয ইবাদতের সমান। আর যে ব্যক্তি ফরয আদায় করেছে, তা হলো সত্তর ফরযের সমান। এ মাস ধৈর্যের। আর ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। আর এ মাস হচ্ছে সমবেদনা প্রকাশ ও উপকার সাধনের মাস। এ মাসে মু'মিনদের জীবিকা বাড়িয়ে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি এতে রোযাদারকে ইফতার করায়, তা তার গুনাহ্ সমূহের জন্য (মাগফিরাত)। তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত করে দেয়া হবে। আর যে ইফতার করায় সে তেমনি সাওয়াব পাবে যেমন পাবে রোযা পালনকারী, তার রোযা পালনকারীর সাওয়াবে কোনরূপ কমতি হবে না। আমরা আরয করলাম: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের এমন জিনিস নেই, যা দিয়ে ইফতার করাবে, **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **"আল্লাহ্ তাআলা** এ সাওয়াব ওই ব্যক্তিকে দিবেন, যে এক ঢোক দুধ, কিংবা একটা খেজুর অথবা এক ঢোক পানি দ্বারা রোযাদারকে ইফতার করায়। আর যে ব্যক্তি রোযাদারকে পেট ভরে আহার করায়, তাকে **আল্লাহ্ তাআলা** আমার 'হাওয' থেকে পান করাবেন। ফলে সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। শেষ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটা হচ্ছে ওই মাস, যার প্রথমাংশ (অর্থাৎ-প্রথম দশদিন) 'রহমত', সেটার মধ্যভাগ (অর্থাৎ মধ্যভাগের দশদিন) 'মাগফিরাত' এবং শেষাংশ (অর্থাৎ শেষ দশদিন) 'জাহান্নাম থেকে মুক্তি (নাজাত)'। যে ব্যক্তি তার কর্মচারীর উপর এ মাসে কাজকর্ম সহজ করে দেয়, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে ক্ষমা করে দিবেন। জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন। এ মাসে চারটি কাজ বেশি পরিমাণে কর, সেগুলোর দু'টি হচ্ছে এমন যে, সে দুটি দ্বারা তোমরা আপন রবকে সন্তুষ্ট করতে পারবে। আর অবশিষ্ট দুটির প্রতি তো তোমরাই মুখাপেক্ষী। সুতরাং যে দু'টি কাজ দ্বারা তোমরা আপন প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করতে পারবে, সে দুটি হচ্ছে-

www.dawateislami.net

(১) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই) মর্মে সাক্ষ্য দেয়া এবং (২) ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর যে দুটি থেকে তোমরা বাঁচতে পারোনা, সেগুলো হচ্ছে: (১) **আল্লাহ্ তাআলা**র মহান দরবারে জান্নাত আশা করা এবং (২) জাহান্নাম থেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র আশ্রয় প্রার্থনা করা। **(সহীহ ইবনে খুযাইমা, ১৮৮৭ পৃষ্ঠা, ৩য় খন্ড)**

আবরে রাহমাত ছাগেয়াহে অওর সামা হে নূর নূর,
ফযলে রব ছে মাগফিরাত কা হো গেয়া সামান হে।
হার গারি রাহমাত ভারি হে হার তরফ হে বারকতে,
মাহে রমযা রহমতো আওর বারকাতো কি কান হে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতক্ষণ যে হাদিসে পাক বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে মাহে রমযানুল মোবারকের রহমত, বরকত ও মহত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে। এ বরকতময় মাসে কলেমা শরীফ বেশি পরিমাণে পড়ে 'ইসতিগফার' অর্থাৎ বারবার তাওবা করার মাধ্যমে **আল্লাহ্ তাআলা**কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা উচিত। আর এ দুটি কাজ থেকে কোন অবস্থাতেই উদাসীন হওয়া উচিত না। অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে জান্নাতে প্রবেশ ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য বেশি পরিমাণে প্রার্থনা করা চাই।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রমযানুল মোবারককে স্বাগত জানানোর জন্য সারা বছরই জান্নাতকে সাজানো হয়। সুতরাং হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত: **রাহমাতুল্লিল আলামীন, শফিউল মুযনিবীন, রাসুলে আমীন, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিশ্চয় জান্নাতকে বছরের শুরু থেকে আগামী বছর পর্যন্ত রমযানুল মোবারকের জন্য সাজানো হয়।" আরো ইরশাদ করেন: "রমযান শরীফের প্রথম দিন জান্নাতের গাছগুলোর নিচে থেকে (সুন্দর চোখ বিশিষ্ট)

www.dawateislami.net

হুরদের উপর বাতাস প্রবাহিত হয়, আর তারা আরয করে: "হে পরওয়ারদিগার! তোমার বান্দাদের মধ্যে এমনসব বান্দাদেরকে আমাদের স্বামী করিও, যাদেরকে দেখে আমাদের চক্ষুগুলো জুড়ায়। আর তারাও যখন আমাদেরকে দেখে তখন তাদেরও চক্ষু জুড়ায়।" (শুয়াবুল ঈমান, ৩য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩৬৩৩) اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ জান্নাতের বৈশিষ্ট্যের কথা কী বলব! আহ! আমাদের যদি বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দেয়া হয় ও জান্নাতুল ফিরদাউসে **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়া নসীব হয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালাদের উপর কেমন কেমন দয়া বর্ষিত হয় তার একটি মাদানী ঝলক আপনারা শুনুন:

জান্নাতে প্রিয় নবী ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার সুসংবাদ

ইসলামী ভাই ও বোনদের ফ্রী দরসে নিযামী (অর্থাৎ আলিম কোর্স) করানোর জন্য اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তত্ত্বাবধানে "জামেয়াতুল মদীনা" নামে অনেক জামেয়া (বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ১৪২৭ হি: সালে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ঐ সকল জামেয়াতুল মদীনার (বাবুল মদীনা করাচীতে) প্রায় ১৬০ জন ছাত্র ১২ মাসের জন্য **আল্লাহ্ তাআলা**র রাস্তায় সফর করে। শুরুতে তাদেরকে মাদানী কাফেলা কোর্স করানো হয়। এই কোর্স করানো অবস্থায় ছাত্রদের মাঝে ইসলামের খিদমত করার জযবা (আগ্রহ) এমনভাবে বৃদ্ধি পেল যে তাদের জযবায় মদীনা শরীফের ১২ চাদের আলো লেগে গেল। আর তাদের মধ্যে প্রায় ৭৭ জন ছাত্র নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য মাদানী কাফেলার মুসাফির হিসেবে পেশ করে দিল! মহান ত্যাগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি উৎসাহের কারণ এটা ছিল, স্বপ্নে **নবীকুল সুলতান,**

www.dawateislami.net

মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা এক আশিকে রাসূলের চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যায়। **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক ঠোঁটদ্বয় নড়ে উঠল, আর রহমতের ফুল ঝরতে লাগল, শব্দগুলো এভাবে ইরশাদ হল: যারা নিজেদেরকে সারাজীবনের জন্য পেশ করে দিয়েছে, আমি তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে আমার সাথে রাখব।" স্বপ্নদ্রষ্টা আশিকে রাসূল ইসলামী ভাইয়ের মনে তখন এই আশা জাগল যে, আহ! শত কোটি আফসোস! আমিও যদি ঐ সৌভাগ্যশালী ইসলামী ভাইদের অন্তর্ভূক্ত হতাম! **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার মনের এই আক্বা জেনে ফেললেন আর ইরশাদ করলেন: "যদি তুমিও তাদের দল-ভূক্ত হতে চাও তবে নিজেকে সারা জীবনের জন্য পেশ করে দাও।"

ছরে আরশ পর হে তেরি গুজার, দিলে ফরশ পর হে তেরি নজর
মালাকুতো মুলক মে কুয়ি শাই, নেহী উহ জো তুঝ পে ইয়া নেহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলের মহা সু-সংবাদের প্রতি মোবারকবাদ! **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের প্রতি দৃষ্টি রেখে খুব দৃঢ়ভাবে আশা করা যায় যে, যে সকল ভাগ্যবানদের ব্যাপারে এই মাদানী স্বপ্ন দেখানো হয়েছে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তাদের জীবনে শেষ পরিণাম ঈমানের সাথে হবে এবং তারা **প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর করুণায় জান্নাতুল ফিরদাউসে **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হতে পারবে। তবে আমাদের এটা মনে রাখা উচিত, উম্মতের স্বপ্ন শরীয়াতের শরীয়াত দলীল নয়। স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়া সুসংবাদের ভিত্তিতে কাউকে নিশ্চিত জান্নাতী বলা যাবে না।

www.dawateislami.net

রমযানে পাপাচারী

সায়্যিদাতুনা উম্মে হানী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا থেকে বর্ণিত: **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "আমার উম্মত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাহে রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন করতে থাকবে।" আরয করা হলো: **"ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! রমযানের প্রতি কর্তব্য পালন না করলে তাদের অপমানিত হওয়া কি?" হুযুর صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ওই মাসের মধ্যে তাদের হারাম কাজ করা।" তারপর ইরশাদ করলেন: "যে ব্যক্তি এ মাসে যিনা করেছে কিংবা মদ পান করেছে, আগামী রমযান পর্যন্ত **আল্লাহ্ তাআলা** ও যত সংখ্যক আসমানী ফেরেশতা রয়েছে সবাই তার উপর লানত করে। সুতরাং ওই ব্যক্তি যদি পরবর্তী রমযান মাস আসার পূর্বে মারা যায়, তবে তার নিকট এমন কোন নেকী থাকবেনা, যা তাকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাতে পারে। সুতরাং তোমরা মাহে রমযানের ব্যাপারে ভয় করো। কেননা, যেভাবে এ মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় নেকী (সাওয়াব) বৃদ্ধি করে দেয়া হয় তেমনি গুনাহগুলোর বিষয়ও।" **(তাবারানী কৃত মুজামে সগীর, ৯ম খন্ড, ৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৪৮৮)**

تُوْبُوْا اِلَی اللّٰہ! اَسْتَغْفِرُ اللّٰہ

ওহে (যারা গুরুত্ব দিচ্ছো না) তোমরা সাবধান!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! মাহে রমযানের গুরুত্ব না দেয়ার মতো জঘন্য কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করো! এ বরকতময় মাসে অন্যান্য মাসের তুলনায় যে ভাবে নেকী বৃদ্ধি করা হয়, তেমনিভাবে অন্যান্য মাসের তুলনায় গুনাহ্ সমূহের ধবংসাত্মক প্রভাবও বৃদ্ধি করা হয়। মাহে রমযানে মদ্যপায়ী ও ব্যভিচারীতো এতোই হতভাগ্য যে, আগামী রমযানের পূর্বে মৃত্যু মুখে পতিত হলে তখন তার নিকট এমন

www.dawateislami.net

কোন নেকী থাকবে না, যা তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারবে। মনে রাখবেন! চোখের যিনা হচ্ছে কুদৃষ্টি, হাতের যিনা হচ্ছে- পরনারীকে কিংবা যৌন প্রবৃত্তিসহকারে 'আমরাদ' (দাঁড়ি গজায়নি এমন বালক)-কে স্পর্শ করা। সুতরাং খবরদার! সাবধান! বিশেষ করে, মাহে রমযানে নিজেকে নিজে কুদৃষ্টি ও বালকের প্রতি যৌন-প্রবৃত্তি সহকারে দৃষ্টিপাত থেকে বিরত রাখুন! যথাসম্ভব চক্ষুদ্বয়কে কুফ্‌লে মদীনা লাগিয়ে নিন অর্থাৎ দৃষ্টিকে নত রাখার পূর্ণাঙ্গ চেষ্টা চালান। আফসোস! শত কোটি আফসোস! কখনো কখনো নামাযী এবং রোযাদারও মাহে রমযানের অসম্মান করে পরাক্রমশালী **আল্লাহ্ তাআলা**র ক্রোধের শিকার হয়ে দোযখের আযাবে গ্রেফতার হয়ে যায়।

কলবের উপর কালো দাগ পড়ে যায়

হাদীস মোবারকে এসেছে যে, "যখন কোন মানুষ গুনাহ্ করে তখন তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। দ্বিতীয়বার গুনাহ করলে ২য় বার কালো দাগ পড়ে, এমনিভাবে তার অন্তর (দাগে দাগে) কালো হয়ে যায়। তখন ভাল কথাও তার অন্তরে কোন প্রভাব বিস্তার করে না।" (দুররে মনছুর, ৮ম খন্ড, ৪৪৬ পৃষ্ঠা) এখন স্পষ্ট যে, যার অন্তর কালো হয়ে গেছে তার অন্তরে ভালো কথা, উপদেশ কোথায় প্রভাব ফেলবে? রমযান মাস হোক কিংবা রমযান ব্যতীত অন্য মাস হোক এ ধরনের মানুষের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। তার অন্তর নেকীর দিকে ঝুঁকেই না। যদিও সে নেকীর দিকে এসেও যায় তাহলে প্রায় তার অন্তর সে ময়লার কারণে নেকীর সাথে ভালভাবে লাগতে পারে না এবং সে সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার বাহানা বের করার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তার অন্তর তাকে লম্বা আশার স্বপ্ন দেখায়, অলসতা তাকে ঘিরে রাখে, আর সেই দুর্ভাগা সুন্নাতে ভরা মাদানী পরিবেশ থেকে দূরে ছিটকে পড়ে।

www.dawateislami.net

রমযান মাসের মোবারক সময়গুলো মাঝে মধ্যে সম্পূর্ণ রাত এ সমস্ত লোকেরা খেলাধুলা, গান বাজনা, তাস, দাবা, গল্প ইত্যাদিতে নষ্ট করে দেয়।

কলবের কালো দাগের চিকিৎসা

এই কালো অন্তরের (কলবের) চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরী। এই চিকিৎসার একটি কার্যকরী মাধ্যম হচ্ছে পীরে কামেল। অর্থাৎ কোন বুযুর্গ ব্যক্তির হাতে হাত রেখে বায়আত গ্রহণ করা, যিনি পরহিযগার ও সুন্নাতের অনুসারী। যার সাক্ষাত আল্লাহ ও রাসুল صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্মরণ করিয়ে দেয়। যার কথা নামায ও সুন্নাতের প্রতি ধাবিত করে। যার সংস্পর্শ মৃত্যু ও আখিরাতের প্রস্তুতির প্রেরণা বৃদ্ধি করে। যদি সৌভাগ্যবশত এ ধরনের পীরে কামেল মিলে যায় তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ কলবের কালো দাগের চিকিৎসা অবশ্যই হয়ে যাবে। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পাপী মুসলমানকে এই কথা বলার অনুমতি নেই যে, "তার অন্তরে মোহর অঙ্কিত হয়েছে" বা তার কলব কালো হয়ে গেছে" তাই নেকীর দা'ওয়াত তাকে প্রভাবিত করছে না। অবশ্যই **আল্লাহ্ তাআলা** এ কথার উপর ক্ষমতা রাখেন যে, তাকে তাওবার তাওফিক দিতে পারেন, যাতে সে সঠিক পথে আসতেও পারে। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের অন্তরের কালিমা দূর করুন! اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

একটা শিক্ষামূলক ঘটনা পেশ করছি; তা শুনুন এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র ভয়ে কেঁপে উঠুন! বিশেষ করে ওইসব লোক এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন, যারা রোযা পালন করা সত্ত্বেও তাশ, দাবা, লুডু, ভিডিও-গেমস, ফিল্ম, নাটক, গান-বাজনা ইত্যাদি মন্দ কাজের মধ্যে রাত দিন মগ্ন থাকেন। বর্ণিত আছে:

www.dawateislami.net

কবরের ভয়ানক দৃশ্য

একদা হযরত সায়্যিদুনা আলী মুরতাজা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم! কবর যিয়ারত করার জন্য কূফার কবরস্থানে তাশরীফ নিয়ে যান। সেখানে একটা নতুন কবরের উপর তার দৃষ্টি পড়লো। তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর মনে তার (কবরের মৃত) অবস্থাদি জানার কৌতুহল সৃষ্টি হলো। **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে আরয করলেন: "হে আল্লাহ! এ মৃতের অবস্থা আমার সামনে প্রকাশ করে দাও!" তাৎক্ষণিকভাবে **আল্লাহ্ তাআলার** মহান দরবারে তাঁর ফরিয়াদ মঞ্জুর হলো। আর দেখতে দেখতেই তাঁর ও ওই মৃতের মধ্যবর্তী যত পর্দা ছিলো সবই তুলে দেয়া হলো। তখন কবরের এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাঁর সামনে আসল। কী দেখলেন? দেখলেন, মৃত লোকটি আগুনের লেলিহানের মধ্যে ডুবে রয়েছে। আর কেঁদে কেঁদে তিনি كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এর কাছে করছিলো:

يَا عَلِيُّ! اَنَا غَرِيْقٌ فِي النَّارِ وَحَرِيْقٌ فِي النَّار

অর্থাৎ- "হে আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ! আমি আগুনে ডুবে আছি এবং আগুনে জ্বলছি।"

কবরের ভয়ানক দৃশ্য ও মৃতের আর্ত-চিৎকার ও কষ্টদায়ক ফরিয়াদ হায়দারে কাররার হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে অস্থির করে তুললো। তিনি আপন দয়াবান প্রতিপালক মহান **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে হাত উঠালেন এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ওই মৃতের ক্ষমার জন্য দরখাস্ত পেশ করলেন। অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো: "হে আলী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ! আপনি তার পক্ষে সুপারিশ করবেন না। কেননা, রোযা রাখা সত্ত্বেও লোকটি রমযানুল মোবারককে অসম্মান করত, রমযানুল মোবারকে গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতো না। দিনের বেলায় রোযা তো রেখে নিতো, কিন্তু রাতে পাপাচারে লিপ্ত থাকতো।"

www.dawateislami.net

মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم এ কথা শুনে আরো দুঃখিত হলেন এবং সিজদায় পড়ে কেঁদে কেঁদে আরয করতে লাগলেন: "**হে আল্লাহ্!** আমার মান সম্মান তোমার কুদরতের হাতে! এ বান্দা বড় আশা নিয়ে আমার কাছে সাহায্যের আবেদন করেছে। হে আমার মালিক! তুমি আমাকে তার সামনে অপমানিত করো না! তার অসহায়ত্বের উপর দয়াবান হও এবং এ বেচারাকে ক্ষমা করে দাও!" হযরত আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم কেঁদে কেঁদে মুনাজাত করছিলেন। **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের সাগরে ঢেউ উঠল আর আওয়াজ আসলে: "ওহে আলী! আমি তোমার আন্তরিক দোয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলাম।" সুতরাং এ মৃতের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হলো।"

(আনীসুল ওয়ায়েযীন, ২৫ পৃষ্ঠা)

কিউ নাহ্ মুশকিল কুশা কহোঁ তোম কো!
তোম নে বিগড়ী মেরী বানায়ী হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রমযানের রাতগুলোতে খেলাধুলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উপরোল্লেখিত ঘটনা দুটিতে আমাদের শিক্ষার জন্য অগণিত মাদানী ফুল রয়েছে। জীবিত মানুষ খুব হেলেদুলে চলে; কিন্তু মৃত্যুর শিকার হয়ে যখন কবরে নামিয়ে দেয়া হয়, তখন চোখগুলো বন্ধ হবার পরিবর্তে বাস্তবিক পক্ষে খুলেই যায়। সৎকার্যাদি ও আল্লাহ রাস্তায় প্রদত্ত সম্পদ তো কাজে আসে; কিন্তু যা কিছু সম্পদ রেখে যায় তাতে মঙ্গলের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। কারণ, ওয়ারিশগণের দিক থেকে এ আশা খুব কমই করা হয় যে, তারা তাদের মরহুম প্রিয়জনের আখিরাতের মঙ্গলের জন্য বেশি মাল খরচ করবে, বরং মৃত্যুবরণকারী যদি হারাম ও অবৈধ মাল, যেমন-গুনাহের উপকরণাদি-বাদ্যযন্ত্র, ভিডিও গেমসের দোকান, মিউজিক সেন্টার,

www.dawateislami.net

হারাম মিশ্রিত মালের ব্যবসা ইত্যাদি রেখে যায়, তবে তার জন্য মৃত্যুর পর কঠিন ও করুণ শাস্তি অবধারিত। 'কবরের ভয়ানক দৃশ্য' নামক ঘটনায় রমযানুল মোবারকের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনকারীর ভয়ানক পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আফসোস! শত আফসোস!! রমযানুল মোবারকের পবিত্র রাতগুলোতে আমাদের কিছু সংখ্যক যুবক ইসলামী ভাই মহল্লায় ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলায় মশগুল থাকে, খুব শোর-চিৎকার করে। অনুরূপভাবে, এসব হতভাগা লোক নিজেরা তো ইবাদত থেকে বঞ্চিত থাকে, এবং অন্যান্য লোকের জন্যও সীমাহীন পেরেশানীর কারণ হয়ে যায়। না নিজেরা ইবাদত করে, না অন্যান্য লোককে ইবাদত করতে দেয়। এ ধরণের খেলাধুলা **আল্লাহ্ তাআলা**র স্মরণ থেকে উদাসীনকারী। নেককার লোকেরা সর্বদা এসব খেলাধুলা থেকে দূরে থাকেন। নিজেদের খেলাতো দূরের কথা, এমন খেলা তামাশা দেখেনও না; বরং এ ধরণের খেলাধূলার কথাবার্তা **(COMMENTARY)**ও শুনেন না। সুতরাং আমাদেরও এসব কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত। বিশেষ করে রমযানুল মোবারকের বরকতময় মুহূর্তগুলোকে এভাবে কখনো বিনষ্ট করা উচিৎ নয়।

রমযান মাসে সময় অতিবাহিত করার জন্য.....

এছাড়া এ ধরণের বহু মূর্খলোকও দেখা যায়, তারা যদিও রোযা রেখে নেয়, কিন্তু ওইসব বেচারার সময় কাটে না। সুতরাং তারাও রমযানের মর্যাদাকে একদিকে রেখে দিয়ে হারাম ও নাজায়িয কাজের আশ্রয় নিয়ে সময় 'কাটায়'। আর এভাবে রমযান শরীফে দাবা, তাস, লুডু, গান-বাদ্য, ইত্যাদিতে কিছু লোক বেশি মাত্রায় জড়িয়ে পড়ে। মনে রাখবেন, যদিও দাবা ও তাস ইত্যাদির উপর কোন ধরণের বাজি কিংবা শর্ত না লাগানো হয় তবুও এ খেলা অবৈধ; বরং তাসের মধ্যে যেহেতু প্রাণীর ছবিও থাকে,

www.dawateislami.net

সেহেতু আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জুয়া ছাড়া তাস খেলাকেও হারাম লিখেছেন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা)

এক বার ইতিকাফ করেই নিন

প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, রাসুলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের আশিকগণ! যদি কোন বিশেষ বাধ্যবাধকতা না থাকে, তবে মাহে রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হাতছাড়া করা মোটেই উচিত হবেনা। কমপক্ষে জীবনে একবার হলেও প্রত্যেক ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের রমযানুল মোবারকের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করে নেয়া চাই। এমনিতে মসজিদে পড়ে থাকা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। ইতিকাফকারী যেনো **আল্লাহ্ তাআলা**র মেহমানই হয়ে থাকেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য নিজেকে অন্য সব কাজকর্ম থেকে মুক্ত করে মসজিদেই অবস্থান করেন। ফতোওয়ায়ে আলমগীরিতে বর্ণিত হয়েছে, ইতিকাফের উপকারিতা একেবারে স্পষ্ট। কেননা, এতে বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য সম্পূর্ণরূপে নিজেকে **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতে মশগুল করে দেয়। আর দুনিয়ার ঐসব কাজকর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। ইতিকাফকারীর সম্পূর্ণ সময়টুকু প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে নামাযের মধ্যে অতিবাহিত হয়। (কেননা, নামাযের জন্য অপেক্ষা করাও নামাযের মতো সাওয়াব।) মূলত: ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জামাআত সহকারে নামাযের জন্য অপেক্ষা করা। ইতিকাফকারীরা ঐসব (ফেরেশতার) সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা **আল্লাহ্ তাআলা**র নির্দেশ অমান্য করেন না এবং যে নির্দেশই তাঁরা পান, তাই পালন করেন, আর তাঁদেরই সাথে সামঞ্জস্য রাখে, যারা রাতদিন **আল্লাহ্ তাআলা**র তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন এবং তাতে বিরক্তি বোধ করেন না। (ফাতোওয়ায়ে আলমগীরি, ১ম খন্ড, ২১২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

এক দিনের ইতিকাফের ফযীলত

যে ব্যক্তি রমযানুল মোবারক ছাড়াও শুধু একদিন মসজিদে নিষ্ঠার সাথে ইতিকাফ করে, তার জন্যও অসংখ্য সাওয়াবের সুসংবাদ রয়েছে। ইতিকাফের প্রতি উৎসাহিত করে **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য একদিন ইতিকাফ করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার ও জাহান্নামের মধ্যভাগে তিনটি খন্দককে অন্তরাল করে দিবেন, যেগুলোর দুরত্ব পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের দুরত্ব অপেক্ষাও বেশী হবে।"

(আদ দুররে মনছুর, ১ম খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা)

পূর্ববর্তী গুনাহ্ মাফ

উম্মুল মু'মিনীন সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا থেকে বর্ণিত: **খাতামুল মুরসালীন, শফীউল মুযনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:-

مَنِ اعْتَكَفَ اِيْمَانًا وَّاِحْتِسَابًا غُفِرَلَهٗ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه

অর্থ: যে ব্যক্তি ঈমান সহকারে এবং সাওয়াব হাসিলের উদ্দেশ্যে ইতিকাফ করে তার পুর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(জামিউস সগীর, ৫১৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং ৮৪৮০)

প্রিয় আক্বা ﷺ এর ইতিকাফের স্থান

হযরত সায়্যিদুনা নাফি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা আবুদল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا বর্ণনা করেন: **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবূয়ত, মাহবুবে রব্বুল ইয্যত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাহে রমযানের শেষ দশ দিনে ইতিকাফ করতেন। হযরত সায়্যিদুনা নাফি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন:

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا আমাকে মসজিদের ওই স্থান দেখিয়েছেন, যেখানে **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসুলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইতিকাফ করতেন।

(সহীহ মুসলিম, ৫৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৭১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মসজিদে নবভী শরীফ عَلٰی صَاحِبِہَا الصَّلَاۃُ وَالسَّلَام এর মধ্যে যেখানে আমাদের **আক্বা হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইতিকাফ করার জন্য খেজুর শরীফের কাঠ ইত্যাদি দিয়ে তৈরী কৃত চৌকি বিছাতেন, সেখানে স্মৃতি স্বরূপ একটা মোবারক স্তম্ভ 'সুতুনে সরীর' নামে এখনো স্থাপিত রয়েছে। সৌভাগ্যবান যিয়ারতকারীরা বরকত হাসিলের জন্য সেখানে নফল নামায আদায় করেন।

সারা মাস ইতিকাফ

আমাদের **প্রিয় আক্বা, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সব সময় সচেষ্ট ও তৎপর থাকতেন। বিশেষ করে রমযান শরীফ বেশী পরিমাণে ইবাদতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতেন। যেহেতু মাহে রমাযানেই শবে ক্বদরকে গোপন রাখা হয়েছে, সেহেতু এ মোবারক রাতকে তালাশ করার জন্য **হুযুর পুরনুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একবার পুরো বরকতময় মাসই ইতিকাফ করেছিলেন। যেমন- হযরত সায়্যিদুনা আবূ সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত: একদা **ছরকারে নামদার, মদীনার তাজদার, রহমতের ভান্ডার, রাসুলদের সরদার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم **১**লা রমযান থেকে ২০ শে রমযান পর্যন্ত ইতিকাফ করার পর ইরশাদ করলেন: "আমি শবে ক্বদর তালাশ করতে গিয়ে রমযানের প্রথম দশদিনের ইতিকাফ করলাম। তারপর মধ্যবর্তী দশদিনের ইতিকাফ করেছি। অতঃপর আমাকে বলা হয়েছে, শবে ক্বদর শেষ দশ দিনে রয়েছে।

www.dawateislami.net

তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমার সাথে ইতিকাফ করতে চাও করে নাও।” (সহীহ মুসলিম, ৫৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৬৭)

(৪) ইতিকাফের বরকতে সম্পূর্ণ বংশ মুসলমান হয়ে গেল

এক ইসলামী ভাই এর বয়ানে সারমর্ম এই যে, গালিয়ান মহারাষ্ট্র ভারত এর মেমন মসজিদে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পক্ষ থেকে ১৪২৬ হিজরী মোতাবেক ২০০৫ সালের রমযানুল মোবারকে অনুষ্ঠিত ইজতিমায়ী ইতিকাফে একজন নওমুসলিমের (যিনি কয়েকদিন আগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগের মাধ্যমে মুসলমান হয়েছিল) ইতিকাফ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। সুন্নাতে ভরা বয়ান সমূহ, বিভিন্ন ইজতিমার ক্যাসেট এবং সুন্নাতে ভরা হালকা সমূহ তাকে মাদানী রঙ্গে রঙ্গিন করে দিল। ইতিকাফের বরকতে দ্বীনের তবলীগের মত মহান কাজের জযবা ও যোগ্যতা তার মধ্যে চলে আসল। যেহেতু তার পরিবারের বাকী সদস্যরা তখনো কুফরীর অন্ধকারে ছিল। তাই ইতিকাফ থেকে অবসর হয়েই তিনি তার পরিবারের সদস্যদেরকে (হিদায়াতের জন্য) প্রচেষ্টা শুরু করে দিলেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগীনদেরকে ঘরে নিয়ে তাদেরকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তার মা-বাবা, দুই বোন ও এক ভাইয়ের পুরা পরিবার মুসলমান হয়ে সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়্যাতে দাখিল হয়ে হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মুরীদ হয়ে গেল।

ওয়াল ওয়ালাদী কি তবলীগ কা পাওগে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ
ফাযলে রবছে জমানে পে ছা যাওগে, মাদানী মাহুল মে করলো তুম ইতিকাফ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসল সে (মূলত) আমাকে ভালবাসল আর যে আমাকে ভালবাসল, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জুতা পরার ৭টি মাদানী ফুল

হাদীস শরীফ ঃ (১) অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো কেননা মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম শরীফ, পৃ-১১২১, হাদীস নং-২০৯৬) (২) জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। (৩) সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়। (বুখারী শরীফ, খন্ড-৪, পৃ-৬৫, হাদীস নং-৫৮৫৫) নুজহাতুল ক্বারী কিতাবে রয়েছে, মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় এ হাদীসে পাকের উপর আমল করা কঠিন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সমাধান এভাবে করেন, যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ের

www.dawateislami.net

জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরে নিন এরপর বাম পায়ের জুতা পরে নিন। (নুজহাতুল কারী, খন্ড-৫, পৃ-৫৩০, ফরিদ বুক স্টল) (৪) পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। (৫) কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا কে বলল যে, এক মহিলা (পুরুষের মত) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন, রাসূল صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, খন্ড-৪, পৃ-৮৪, হাদীস নং-৪০৯৯) সদরুশ শরীআ হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আজমী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন ঃ অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুরূপ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষসুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, খন্ড-১৬তম, পৃ-৬৫, মাকতাবাতুল মাদীনা) (৬) যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। (৭) দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে) উল্টা জুতা দেখে সেগুলোকে ঠিক না করা। **দাওলাতে বে যাওয়াল** কিতাবে লিখেছেন যে, যদি সারারাত উল্টা জুতা পড়ে রইল তবে শয়তান এর উপর শান শওকাত সহকারে বসে। সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, খন্ড-৫ম, পৃ-৬০১) ব্যবহৃত উল্টা হয়ে পড়ে থাকা জুতা সোজা করে নিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলা** সমূহতে আশেকানে রাসুলদের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় পঠিত ৬ টি দরুদ শরীফ

বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতের দরুদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

(১) বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমারাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে) এ দরুদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে,মৃত্যুর সময় ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে রাখার সময়ও,এমনকি সে এটাও দেখবে যে ছরকারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমত ভরা হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৫১ থেকে সংক্ষেপিত)

(২) সমস্ত গুনাহ ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত তাজদারে মদীনা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এই দরুদ শরীফ পাঠ

www.dawateislami.net

করবে যদি সে দাড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা-৬৫)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা: صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে এই দরুদ শরীফ পাঠ করবে তবে তার জন্য রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হবে।

(৪)এক হাজার দিনের নেকী: جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত, ছরকারে মদীনা صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এই দরুদ পাঠকারীর জন্য সত্তর জন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত সাওয়াব লিখতে থাকেন। (মাজমাউয যাওয়াইদ,খন্ড-১০,পৃষ্ঠা-২৫৪,হাদীস নং-১৭৩)

(৫) ছয় লক্ষ দরুদ শরীফের সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَآئِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْه কতিপয় বুযুর্গদের নিকট থেকে বর্ণনা করেন: এই দরুদ শরীফকে একবার পাঠ করার দ্বারা ছয় লক্ষ দরুদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব লাভ হয়।

(আফযালুস সালাওয়াতি আলা সায়্যিদিস সাদাত,পৃষ্ঠা-১৪৯)

(৬) নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

www.dawateislami.net

একদিন এক ব্যক্তি আসল তখন হুযুর আনোয়ার صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মাণিত লোকটি কে! যখন ঐ লোকটি চলে গেল তখন নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরুদ শরীফ পাঠ করে তখন এটাই পড়ে। (আল কাউলুল বদী,পৃষ্ঠা-১২৫)

www.dawateislami.net